SOS

মেরীন একাডেমীতে প্রথম পা রাখতেই আমাদের অন্তরে গেঁথে দেয়া হয়েছিল অথৈ সাগরের জাহাজী জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আহ্বার পরিত্রান চাওয়া বাক্যটি,
"Save Our Souls", ক্ষুদে বার্তা "SOS" ।

আমরা তখন ছোট, তখন বাবা-মায়ের সময়ের গল্প শুনে ভাবতাম, ভাগ্যিস আমার জন্ম ঐ সময়ে না। ইলেক্ট্রিসিটি আর এই সব আধুনিক সুযোগ সুবিধা ছাড়া মানুষ বাঁচে কি করে। তিন দশকে পৃথিবী কতটা বদলে গিয়েছে সেটা ভাবতেও অবাক লাগে। এই সেদিনের কথা অথচ আমার সন্তানকে যদি জিজ্ঞাসা করি, ভিডিও প্লেয়ার বা ক্যাসেট প্লেয়ারের কথা, তারা হয়তো আকাশ থেকে পরবেনা কিন্তু রোটারি ডায়াল ফোনের কথা বললে আকাশ থেকে পরতেই পারে।

বিজ্ঞান এতো দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে যে, এক দশক পেরিয়ে পরের দশকে পা রাখার সময় মনে হয়, আগামী দশকের বিজ্ঞান এক বিস্ময়কর যাদুকরের মত না জানি কি বিস্ময় লুকিয়ে রেখেছে তার হাতের আস্তিনে। দশক থেকে দশকে পা রাখাতেই এতো বিস্ময় তৈরী হয়ে চলেছে অথচ শতকের ইতিহাসে যেয়ে দেখি, নাসির উদ্দিন হোজ্জার সেই গল্পের মত "শতক" ঠায় দাঁড়িয়ে। গল্পটি বলেই ফেলি,

এক আড্ডায় হোজ্জা যেয়ে দেখে সবাই অতীত স্মৃতি রোমন্থনে ব্যাস্ত। একজন বলছে আমি যৌবনে আস্ত একটা খাসী খেয়ে হজম করে ফেলতাম, এখন এক টুকরোও হজম করা দায়। আরেকজন বলছে, আমি যৌবনে দশ মাইল দৌড়ে এসেও কোন ক্লান্তি বোধ করতাম না কিন্তু এখন দশ কদমেই ক্লান্ত হ'য়ে পরি। হোজ্জা বললো, আমার তো এরকম হয়নি, আমি যৌবনেও যেমন ছিলাম এখনো তেমনই আছি। সবাই অবাক। হোজ্জা বললো, ওখানে যে বিশাল পাথরটা পরে আছে, ওটা আমি যৌবনেও একচুল নাড়াতে পারিনি, এখন এই বৃদ্ধ বয়সেও একচুল নাড়াতে পারি না।

শতবর্ষ আগের পৃথিবীতে "স্প্যানিশ ফ্লু"র আক্রমন গোটা বিশ্বের ভিতকে যেমন নাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু ছুঁ'তে পারেনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের হৃদয়, যে কারণে সেই মহামারি উত্তর পৃথিবীতে ধেয়ে এসেছিল যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ, হারিয়ে গিয়েছিল মানবতা; বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ মানবতাকে ছেড়ে, নিজ দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে, মাতৃভূমি আর পিতৃভূমির জিকির তুলে মেতে ওঠেছিল অতি জাতীয়তাবাদী প্রলয়ংকরী ভয়ংকর খেলায়। ঠিক তেমনি আজ একশো বছর পরেও চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, একই অসহায় যায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী, একই যায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। বিশ্ব জোড়া এই মহামারির সময়েও চলছে অতি ধর্মীয়, অতি জাতিয়তাবাদী, অতি বর্ণবাদী উন্মাদনা। তাহলে বিজ্ঞানের বিজয় কেতন কোথায় গেল, তাহলে মানুষ আর মানবতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কোথায়!!

এবার বোধহয় সময় এসেছে সৃষ্টি কর্তাকে "SOS" বার্তা পাঠাবার। বিজ্ঞান কি জানে কিভাবে সেই বার্তা পাঠাতে হয়?? নাহ, এটাও জানে না।